বৃহস্পতিবার ১৬ নভেম্বর ২০১৭
২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ | যুগান্তর

গাজীপুরে আইইউটির সমাবর্তনে বুধবার ওআইসি গোল্ডপ্রাপ্ত নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আদামুর হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী যুগান্তর

আইইউটির ৩১তম সমাবর্তনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আইইউটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ভূমিকা রাখছে

গাজীপুর প্রতিনিধি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন আইইউটি শিক্ষাগত দক্ষতা, জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদান করে, যা মুসলিম বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান থাকায় এবং এর সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ গর্বিত। আইইউটির স্নাতকরা শুধু বাংলাদেশসহ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রই নয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তারা সারা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য আইইউটি প্রশংসার দাবিদার।

তিনি বুধবার সকালে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইউটির ভিসি অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নুর। অনুষ্ঠানে ওআইসির মহাসচিব ও আইইউটির আচার্য ড. ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমিনের বাণী পাঠ করেন আইইউটির টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চি কুম ক্লেমেন। বক্তব্য রাখেন আইইউটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ সাঈদ আলালাম আলজাহরানী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ১৬ নভেম্বর ২০১৭

আইইউটি'র ৩১তম সমাবর্তনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, গাজীপুর থেকে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই আইইউটি তার অবদান রেখে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণে কাজ করছে।

অতিতে অনেক মুসলিম জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং গৌরবময় সেই ইসলামী উম্মাহ আমরা বহন করে চলছি। এ আলোকেই তরুণ শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃঃ ১১ কঃ ১

আইইউটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী

দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই

১২-এর পৃষ্ঠার পর

জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহকে আগামিতে আরো এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন আমি জেনে খুশি হয়েছি যে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে গত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম এ প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পাশাপশি মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি চমৎকার পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।

তিনি গতকাল বুধবার সকালে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসি'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-এর ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওইসব কথা বলেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইউটি'র উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নুর। অনুষ্ঠানে ওআইসির মহাসচিব ও আইইউটি'র আচার্য ড. ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমিন-এর বাণী পাঠ করেন আইইউটি'র টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চি কুম ক্লেমেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইইউটি'র গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ সাঈদ আলালাম আলজাহ্‌রানী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছলে আইইউটির উপাচার্য, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। মন্ত্রী গাউন পড়ে আনুষ্ঠানিক সমাবর্তন শোভাযাত্রা সহকারে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে হাজির হন।

কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আদামুকে ওআইসি পদক এবং বাংলাদেশের ইরতিজা ইনাম কবির, আবির আহসান, ওমর সাদাব চৌধুরী ও সাব্বির আহমেদকে আইইউটি স্বর্ণপদক ও সনদ দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে মাস্টার্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৩১৬জনকে সনদ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক ডিগ্রিপ্রাপ্তরা হচ্ছেন বাংলাদেশের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে আইইউটির ক্রেস্ট দেয়া হয়।

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
Dhaka : Thursday 16 November 2017

গাজীপুর : আইইউটির সমাবর্থন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী –সংবাদ

আইইউটির ৩১তম সমাবর্তনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দক্ষতা জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন সম্ভব

প্রতিনিধি, গাজীপুর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই আইইউটি তার অবদান রেখে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণে কাজ করছে। অতীতে অনেক মুসলিম জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং গৌরবময় সেই ইসলামী উম্মাহ আমরা বহন করে চলছি। এ আলোকেই তরুণ শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহকে আগামিতে আরো এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন আমি জেনে খুশি হয়েছি যে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে গত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম এ প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি চমৎকার পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বুধবার সকালে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওইসব কথা বলেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইউটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নুর। অনুষ্ঠানে ওআইসির মহাসচিব ও আইইউটির আচার্য ড. ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমিন-এর বাণী পাঠ করেন আইইউটির টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চি কুম ক্লেমেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইইউটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ সাঈদ আলালাম আলজাহ্‌রানী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছলে আইইউটির উপাচার্য, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। মন্ত্রী গাউন পড়ে আনুষ্ঠানিক সমাবর্তন শোভাযাত্রা সহকারে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে হাজির হন।

কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আদামুকে ওআইসি পদক এবং বাংলাদেশের ইরতিজা ইনাম কবির, আবির আহসান, ওমর সাদাব চৌধুরী ও সাব্বির আহমেদকে আইইউটি স্বর্ণপদক ও সনদ দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে মাস্টার্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৩১৬ জনকে সনদ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক ডিগ্রিপ্রাপ্তরা হচ্ছেন বাংলাদেশের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে আইইউটির ক্রেস্ট দেয়া হয়।

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা বৃহস্পতিবার
২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৬ নবেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে স্নাতকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ॥ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই আইইউটি তার অবদান রেখে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণে কাজ করছে-যা মুসলিম বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান থাকায় এবং এর সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ গর্বিত। আইইউটি'র স্নাতকরা শুধু বাংলাদেশসহ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রই নয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা সারাবিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য আইইউটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। এখানকার তরুণ শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহকে আগামীতে আরও এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে গত ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম এ প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি চমৎকার পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমাদের সরকারের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। মন্ত্রী বুধবার গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসি পরিচালিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইউটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর। অনুষ্ঠানে ওআইসির মহাসচিব ও আইইউটির আচার্য ড. ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমিনের বাণী পাঠ করেন আইইউটির টেকনিক্যাল এ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চি কুম ক্লেমেন্ট। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইইউটির গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ সাঈদ আলালাম আলজাহ্‌রানী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী।

আইইউটির সমাবর্তন

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছলে আইইউটির উপাচার্য, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাকে স্বাগত জানান। মন্ত্রী গাউন পরে আনুষ্ঠানিক সমাবর্তন শোভাযাত্রাসহকারে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে হাজির হন।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা অনেক চ্যালেঞ্জসহ পরিবর্তনশীল বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছি। এই পরিবর্তনের শর্ত পূরণের জন্য প্রতিটি দেশের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'জনগণের ক্ষমতায়ন' এবং পরিবর্তনের এজেন্টগুলোর উন্নয়ন। দক্ষতা, জ্ঞান এবং প্রযুক্তি থেকে ক্ষমতায়ন আসে। আইইউটি এই অবদানই রাখছে এবং এখানকার ছাত্ররা একই প্রচেষ্টা করছে। অতীতে অনেক মুসলিম জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং গৌরবময় সেই ইসলামী উম্মাহ আমরা বহন করে চলছি। এ আলোকেই তরুণ শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহকে আগামীতে আরও এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

বৃহস্পতিবার, ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১৬ নভেম্বর ২০১৭
দৈনিক ইত্তেফাক

দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন সম্ভব

আইইউটির সমাবর্তনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি বলেছেন- দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই আইইউটি তার অবদান রেখে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণে কাজ করছে। অতীতে অনেক মুসলিম জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন এবং গৌরবময় সেই ইসলামী উম্মাহ আমরা বহন করে চলছি। এ আলোকেই তরুণ শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহকে আগামীতে আরো এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

বুধবার সকালে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)-এর ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইউটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আদামুকে ওআইসি এবং বাংলাদেশের ইরতিজা ইনাম কবির, আবির আহসান, ওমর সাদাব চৌধুরী ও সাব্বির আহমেদকে আইইউটির স্বর্ণপদক প্রদান করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশ্বের ১৪টি দেশের মোট ৩১৬ জন ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে সদনপত্র দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে বাংলাদেশের। অনুষ্ঠানে আইইউটির পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সমকাল
বৃহস্পতিবার
১৬ নভেম্বর ২০১৭ ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৪

আইইউটির সমাবর্তনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কঠোর পরিশ্রমে মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে নিতে হবে

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে মুসলিম উম্মাহকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। বুধবার গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে কৃতিত্বপূর্ণ ফলের জন্য নাইজেরিয়ার শিক্ষার্থী ইব্রাহিম আদামুকে ওআইসি পদক এবং বাংলাদেশের ইরতিজা ইনাম কবির, আবির আহসান, ওমর সাদাব চৌধুরী ও সাব্বির আহমেদকে আইইউটি স্বর্ণপদক ও সনদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া মাস্টার্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৩১৬ জনকে সনদ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইইউটি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নুর।

Daily INDUSTRY
16 November, 2017

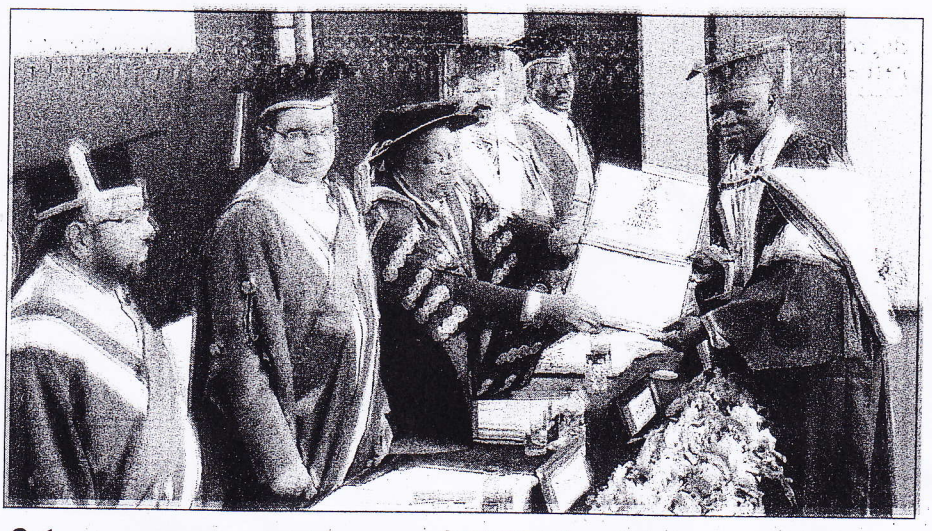

31st convocation of IUT held in Gazipur

Gazipur, Correspondent: Foreign minister Abul Hassan Mahmood Ali said that the Muslim countries are passing through a period of rapid transformation in this first changing world of many challenges. He said, each country has it's own way of coming to terms with this change. Our approach is "people's empowerment" and developing the agents of change. The empowerment comes from skills, knowledge and technology. He said, the great scholars and scientists in Islam pursued in the past and gave the muslim ummah a glorious heritage. It is therefore, the students and the youth, as the agents of change to pursue knowledge and science and work for a glorious future of the Ummah. He said this while addreesing as the chief guest in the 31st convocation of Islamic University of Technology (IUT) at Boardbazar in Gazipur on Wednesday. vice chancellor of IUT professor Dr. Munaz Ahmed Nur, chairman of the governing body Dr. Mohammed Sayeed Alalam Zahrany, professor Enayet Ullah Patwary and professor chi Kum clemen spoked among others.

The foreign minister said, the graduates of the IUT are making their mark in the field of engineering and technology not only the OIC member states including Bangladesh but also the world over. We appreciate the IUT for producing skilled manpower for development. I would like to reiterate the commitment of our government to continue its support to IUT in its onward march.

He urged the IUT authority to establish closer relationship with other seats of learning in relevant fields and take up schemes to enhance quality and standard of the university's education and degrees. He said, we wish to see the institution turning into a center of excellence.